পেঁয়াজে এখন কিলোর স্বাদ!

দধীচি

বাজারে ঢুকেই একটা মিনি হার্ট অ্যাটাক হল পল্টুবাবুর! নানা তিনি ঠিকই দেখছেন ও শুনছেন। পেঁয়াজ প্রতি কিলো ৮৫ টাকায় বিকোচ্ছে! পল্টুবাবুর সকালে বাজারে বেরোবার আগে গিন্নির প্রচ্ছন্ন হুমকি ফ্ল্যাসব্যাক এ মনে পড়ল- 'কাল তোমাকে বলেছিলাম পেঁয়াজ ফুরিয়ে গেছে, আনতে হবে, সে তো তুমি বেমালুম ভুলে গেলে; সারাদিন কোন ভবে যে থাক তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন'। তাই আজ রীতিমতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই বেরিয়ে ছিলেন পল্টুবাবু, যে আজ কম করে হলেও এক দেড় কেজি পেঁয়াজ নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু উনার 'বিজয়ী ভব': মনোভাব বাজারে ঢুকেই ধাক্কা খেল। পেঁয়াজের দাম ২৫ টাকা থেকে গ্রীষ্মকালে থার্মোমিটারের পারদের মতো চড়চড় করে বেড়ে ৮৫ টাকায় পৌঁছে গেছে। এখনও ইতিউতি করছে, যদি চান্স পাওয়া যায় তাহলে আরেকটু বাড়তে ক্ষতি কি? অগত্যা পল্টুবাবু ৩০ টাকার পেঁয়াজ নেওয়ার উদ্যোগ করলেন। পেঁয়াজ ওজন করতে করতে দোকানদার দেঁতো হাসি হেসে বলল- "কি মশাই আজ আর এক কিলো নিলেন না, পুরো সপ্তাহ চলবে তো?"
পল্টুবাবু হাল্কা হাসি হেসে বললেন- "না চললে কি আর করা যাবে, ঠেনেঠুনে চালাতে হবে"। দোকানদার- "ও মশাই বুঝলেন না, আজকাল চাষীরা পেঁয়াজের গোড়ায় কমপ্ল্যান দিচ্ছে তাই দাম বেড়ে গেছে"! পল্টুবাবু এই রসিকতার মর্ম বুঝতে পারলেন না, আরো কিছু টুকটাক বাজার করে বাড়ির পথে রওয়ানা দিলেন।

পল্টুবাবু কেরানী। মাসের শেষে যে কয়টি টাকা মাইনে পান তা দিয়ে সংসার চালানো আজকাল খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। বাড়ি থেকে অফিস অনেকটা দূরে বলে আগে একটা স্কুটার ছিল উনার। তেলের দাম বাড়তে থাকায়, তার উপর রাক্ষসের মতো তেলপান করার দায়ে কয়েক মাস আগে বেঁচে দিয়েছেন স্কুটারখানা। তারপর থেকে অফিস, বাজার সবকিছু হেঁটেই করতে হয়। বয়স হয়ে গেছে অনেকটা, তাই সাইকেল কিনে চালানোরও ভরসা পান না।
রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পল্টুবাবুর মনে পড়ল আজ সকালে পত্রিকায় দেখেছিলেন- কেন্দ্রীয় সরকার গরীবদের নূন্যতম মূল্যে বলতে গেলে বিনামূল্যে চাল, আটা ইত্যাদি দেবে ঠিক করেছে, দেশে আর কেউ ক্ষুধার্ত থাকবেনা! দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন পল্টুবাবু। উনি তো আর গরীব নন, তাই উনি এসব পাচ্ছেন না, উনাকে বেশি দাম দিয়েই কিনে খেতে হবে সব। পল্টুবাবু চিন্তা করতে লাগলেন- আচ্ছা সরকার এত টাকা, এত খাবার পারে কোথা থেকে? টাকার দাম দিন এর পর দিন কমছে, তারমানে এবারও নিশ্চই ওনাদের মতো লোকেদের পকেট কাটবে। আর গরীবরা শুধু চাল, আটা এসব খেয়ে বেঁচে থাকবে? শাক, সব্জীতে যেরকম আগুনের ছোয়া- তাতে তো গরীবদের হাত দেওয়ারও ক্ষমতা নেই। উনি চাকুরী করেও তো হিমসিম খাচ্ছেন। 'সত্য সেলুকাস, বিচিত্র এই দেশ'। এখানে ফ্রীতে খাবার বিলোয় কিন্তু মানুষের খেটে খাওয়ার জন্য কাজ নেই।

পল্টুবাবুর পাশের বাড়ির ছেলে বিপ্লব কানাডায় থাকে।ও গতবছর বাড়ি এসেছিল সময় পল্টুবাবুকে বলেছিল ঐ দেশে নাকি ফ্রীতে কিছুই মেলে না। সরকার নাকি বলে- ওসব ফ্রী টি কিছু হবে না। চাকুরী দিচ্ছি বাপু খেটে খাও, না হলে ব্যাবসা কর। গরীব থাকা নৈব নৈব চ: । মনে মনে হাসলেন পল্টুবাবু। আবার ভাবতে লাগলেন- আমাদের দেশে সরকার ভাবে ভোট বৈতরনী পার হওয়ার জন্য গরীব থাকা দরকার। ভোটের সময় এলেই ফ্রী সার্ভিসের ডালি নিয়ে উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলি। পুরো দেশ জুড়ে লঙ্গরখানা। আর ভোট শেষ হলেই সব পাততাড়ি গুটিয়ে হাওয়া। আর এসবের জন্য টাকা দিচ্ছে কে? মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন পল্টুবাবু, ওনার টাকায় গরীবরা খাবার খাচ্ছে, সরকার চলছে, না হোক উনি দুবেলা কষ্ট করলেন! পুন্য অর্জন তো হচ্ছে। দরকার হলে উনি [illegible] খাওয়াও ছেড়ে দেবেন, বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন করবেন! পেঁয়াজের কথায় আবার পেঁয়াজের চিন্তা উদয় হল পল্টুবাবুর মাথায়। পেঁয়াজ হঠাৎ বাজার থেকে হারিয়ে গেল কেন? কে যেন বলেছিল- "আরে ধুর মশাই, ওসব হারায় টারায় না, বাঘ যেমন জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে শিকারের অপেক্ষা করে, পেঁয়াজ ইত্যাদি ও বড় বড় আড়ৎদারের গুদামে লুকিয়ে থেকে সময় বুঝে সাধারন মানুষের ঘাড় মটকাবার ধান্দায় থাকে"। আবার বিপ্লবের কথা মনে পড়ল পল্টুবাবুর। ও বলেছিল- "আরে কাকু দোষ আমাদের সবারই, আমাদের কালো প্রবৃত্তির। আমরা সবাই জম্বী হয়ে গেছি; এখানে আমরা সবাই জাস্ট ফলো করে চলেছি আমাদের কালো প্রবৃত্তিকে- একটা অন্যায় হলেও সহ্য করে যাচ্ছি। কেউ ভালো কিছু একটা করলে তাকে ফলো করবো কিন্তু নিজে থেকে কিছু করবো না। অন্য কেউ করলে আমি করবো; তাই কেউই কিছু করছে না। সব করাপ্ট কাকু[illegible]য়। ঐদিন বিপ্লবের উপর খুব রাগ হয়েছিল পল্টুবাবুর। মনে হয়েছিল ও দেশদ্রোহীর মতো কথা বলছে। ঐ বিদেশে থাকলে যা হয় আরকি- দেশের দূর্নাম করার স্বভাব। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখলেন পল্টুবাবু, বিপ্লব হয়তো ঠিক কথাই বলেছিল। এসব উল্টোপাল্টা চিন্তা করতে করতে কখন যে

বাড়ি চলে এসেছেন পল্টুবাবু, বুঝতেই পারেননি। ঘরে ঢুকতে গিয়েই ঘড়িতে চোখ পড়ল- সর্বনাশ! ১০.১৫। আজ আর অফিস যাওয়াটাই হলো না।